"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবার চিত্র একটা কুঠুরিতে রেখে দাও, ক্ষণে ক্ষণে গিয়ে তাঁর সামনে বসে তাঁর সাথে কথা বলো - তাহলে সারাদিন তাঁর স্মৃতিতে স্মৃতিময় হয়ে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - নতুন আর অভিনব এ কোন্ প্রেম, যার অনুভূতি কেবলমাত্র সঙ্গম যুগেই হয়?

*উত্তরঃ - বিচিত্র বাবাকে ভালোবাসা, এই হলো নতুন রকমের প্রেম । তোমরা জানো যে - নিরাকার বিচিত্র বাবা এখন সাকারে এসেছেন, আমরা সকলে তাঁর সামনে বসে আছি, আমাদেরকে সঙ্গম যুগের ডাইরেক্ট (সরাসরি) ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রাপ্ত হয়, এ হলো অভিনব এক নতুন রকমের ভালোবাসা। সমগ্র কল্প আমরা দেহধারীদেরকে ভালোবেসেছি, এখন বিদেহী বাবাকে ভালবাসার পালা - এমন প্রেম শুধুমাত্র সঙ্গম যুগেই হয়।

*গীতঃ- কে এলো আমার মনের দুয়ারে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে - অসীম জগতের পিতা হলেন বিচিত্র, এখন এক নতুন রকমের ভালোবাসা নিয়ে আমরা বাবার কাছে বসে আছি আর তিনি এসেছেন আমাদের কাছে। একে বলা হয় নতুন রকমের ভালোবাসা। ঈশ্বরের ভালোবাসা, বাচ্চারা শুধুমাত্র একবারই পেয়ে থাকে। বাচ্চারা জানে যে - অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাকেই তারা সকলে স্মরণ করে। তিনি বসে বাচ্চাদেরকে পড়ান। তিনি নিরাকার বিচিত্র বাবা, এঁর মধ্যে এসেছেন। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আত্মাদের পিতা। এখন আমরা তাকে চিনেছি জেনেছি । এই ভালোবাসাও অভিনব ভালবাসা। এমনিতে সবসময় দেহধারীদেরকে লোকে ভালোবাসে। বাবা হলেন বিদেহি, তাঁর কোন দেহ নেই। আমরা তার সামনে বসে আছি, তিনি অনেক যত্ন করে, অনেক ভালবেসে আমাদেরকে পড়ান। সুতরাং এ তো হল এক নতুন কথা। আগে যেসব আশা ছিল যে - ধনপ্রাপ্তির আশা, বিশাল অট্টালিকা প্রাপ্তির আশা, সেই সব আশা এখন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সমগ্র দুনিয়ার মানুষের তুলনায় তোমাদের আশার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য, বাবার কাছে পুরুষার্থ করছ। এখন তোমরা বাবার সামনে বসে রয়েছো। তোমাদের হৃদয়ে এখন নতুন আশার জাগরণ ঘটেছে - অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে, অসীমিত উত্তরাধিকার নিতে হবে। কত বিচিত্র অভিনব ওয়ান্ডারফুল (অভাবনীয়) বাবা! এ কথা আর কেউই জানেনা, শুধুমাত্র তোমরাই জানো যে - বাবা কিভাবে তোমাদেরকে আপন করে পড়ান। তাহলে এমন কোন উপায় বার করা যায়, যাতে মুহূর্তে মুহূর্তে বাবার স্মৃতি মনে পড়ে যায় ? বাবা রায় দেন যে - প্রত্যেকে নিজের ঘরে শিবের চিত্র রেখে দাও। শিব বাবার চিত্র দেখে তাদের মনে পড়বে যে - পতীত পাবন অসীমের পিতা এখন এসেছেন পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করবার জন্য। তাঁর কাছ থেকে আমরা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যেমন নিয়েছিলাম ঠিক তেমনভাবেই এখন আবার স্বর্গের স্বরাজ্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। আত্মা জানে যে - আমরা স্বর্গে গিয়ে, দেহ ধারণ করে রাজত্ব করব। যা কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি, সেই বাবা এখন এসেছেন, তাই নিজের একটি ছোট কুঠুরিতে শিবের চিত্র রেখে তাতে লিখে দেওয়া উচিত যে - বাবা এসেছেন । স্বর্গের স্থাপনা করার জন্য, নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী করে তুলতে - বাবাকে আসতেই হত। মুহূর্তে মুহূর্তে শিব বাবাকে দেখলে, তাঁকে মনে পড়বে। অনেকে শিব বাবার চিত্র, গলায় হারের লকেট করে পরে নেয়। স্ত্রীরা অনেক সময় স্বামীর চিত্র গলায় এইভাবে লকেট করে পরে নেয়। বাচ্চারা, তোমাদের জন্যও এখন এরকম বানানো হচ্ছে। পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করা - এ বড় অভিনব কথা। বাকি সকলের স্মৃতিকে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যেমনভাবে ভক্তি মার্গে নিজেদের ঘরে পূজার স্থান অথবা মন্দির বানানো হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই জ্ঞান মার্গেও একটি ছোট কুঠুরি বানিয়ে তাতে শুধুমাত্র শিব বাবার চিত্র রাখতে হবে। মানুষ ভাবে, ব্রহ্মাকুমারীদের মুরলী, মানুষকে বিকার থেকে মুক্ত করে। আরে এতো ভালো কথা। পবিত্র হওয়ার জন্য অবশ্যই বিকারকে ত্যাগ করতে হবে। মানুষ রেগে যায় যে - ভক্তি কেন ছাড়তে হবে? আচ্ছা আমরাও ভক্তি করি, কিন্তু শুধুমাত্র এক বাবার, অন্য কারোর নয়। বাকি সমস্ত সঙ্গ থেকে বুদ্ধি যোগ উঠিয়ে নিতে হবে।

তোমাদের যুদ্ধ মায়ার সাথে । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, আর মায়া সেই যোগ ছিন্ন করার চেষ্টা করে। তোমরা শিব বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, জানতে পারো যে, কিভাবে তাঁকে স্মরণ করতে হবে । শিব বাবাকে যখন জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দেখতে থাকবে তখন তোমাদের বাসস্থান বৈকুণ্ঠ হয়ে যাবে। মীরাও ভক্তি করতেন, তিনি বৈকুন্ঠের সাক্ষাৎকার করতেন। তাঁকেও সাক্ষাৎকার করাতেন শিব বাবা। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন একথা ধারণ হয়েছে যে -

তোমরা শিব বাবার মাধ্যমে বিশ্বের মালিক হয়ে উঠবে। ভক্তি মার্গে একথা জানা ছিল না যে - শিব কি করেন? কেন লোকে তাঁর প্রতি সমর্পিত হয়? তোমরা এখন জানো যে, সর্বোপরি হলেন শিব বাবা, তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। পরমাত্মা থেকে অবশ্যই নতুন কিছু প্রাপ্ত হবে। তাঁকে বলা হয় হেভেনলি (ঈশ্বরীয়) গডফাদার। স্বর্গে থাকেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁকে ফাদার বলা হয় না, শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট শিশু। স্বর্গ স্থাপনকারী হলেন নিরাকার পিতা। তিনি দেহধারী নন। এমনিতে আজকাল তো সবাইকেই ফাদার বলা হয়। গান্ধীজিকেও বাপুজি বলা হয়। কিন্তু সর্ব ধর্মের লোকেরা তাঁকে ফাদার হিসেবে স্বীকার করবে না। তারা তো ফাদার কথার অর্থ বুঝতে পারেনা। এখন তোমরা জানো যে - সকলের বাপুজি হলেন একমাত্র শিব বাবা। শিব ঠাকুরদা নন, তিনি হলেন বাবা। তিনি থাকেন নিরাকারী দুনিয়াতে। অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে, কিন্তু তিনি তো বৈকুন্ঠ নিবাসী। মুনি ঋষি ইত্যাদি সকল দেহধারীরাই এখানে এক সময় ছিলেন। পরমাত্মা হলেন নিরাকার, তাঁর কোন দেহ নেই। সর্বব্যাপীত্বের এই জ্ঞানের জন্য, কারোরই বুদ্ধি সঠিক পথে যায় না। বাবা এসে বুদ্ধির তালা খুলে দেন, এ হল নতুন কথা। অন্যান্য সমস্ত সৎসঙ্গে একথা মনে করে না যে, শিব বাবা এই জ্ঞান প্রদান করছেন। ওখানে সব দেহধারীরাই বসে থাকে। তোমাদের দৃঢ় নিশ্চয় রয়েছে যে - আমরা নিরাকার বাবার কাছ থেকে এসব জ্ঞান শুনছি। নিরাকার যিনি তিনি অতি অবশ্যই সাকারে এসেছেন, তবেই তো তিনি তাঁর পরিচয় সকলকে দিয়েছেন। কল্প কল্প ধরে বাবা এই সঙ্গম যুগেই আসেন, এসে তিনি বাচ্চাদেরকে মালিক বানিয়ে দেন। তবুও মায়া বাচ্চাদেরকে কত হয়রান করে! বিঘ্ন সৃষ্টি করে। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসুরেরা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাবা বলেন যে - নিজেকে অশরীরী জানো। আমরা তো বাবার হয়ে গেছি, বাবা এসেছেন আবার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, এই শরীর ছেড়ে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে - এমনিভাবে নিজের সাথে নিজে কথা বল। সূক্ষ্ম দেহধারী অথবা স্থুল দেহধারী সকলেরই স্মৃতি ভুলতে হবে। একদম পাক্কা নিশ্চয় করতে হবে - যে আমরা আত্মারা পরমধাম থেকে এসেছি, আমরা ওখানকার অধিবাসী। সত্যযুগে এতগুলি জন্ম ধরে আমরা রাজত্ব করব, ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে ঘরে ফিরে যেতে হবে। ঘরে ছবি রাখলে যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে একটি কুঠুরিতে শিবের চিত্র রেখে দাও।

ব্রাহ্মণেরা বলে নারীদের শিবের পূজা করা নিষেধ। কিন্তু শিব বাবা তো এখানে আসেনই মাতাদের জন্য। অনেকেই শিব মন্দিরে গিয়ে তার ওপরে জল অর্পণ করে, তাতে আবার মন্দিরের পূজারীরা অত্যন্ত খুশি হয়। কারণ মাতাগণ সবচেয়ে বেশি টাকা-পয়সা প্রণামী হিসেবে দেয়। ভক্তির সঠিক ভাবনা অবলা মাতাদের মধ্যেই থাকে। পুরুষেরা অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির হয়, মুহূর্তে মুহূর্তে বাইরে বেরিয়ে চলে যায়, তাদের বুদ্ধিযোগ অনেক দিকে ঘুরতে থাকে। পতির প্রতি পত্নীর অত্যন্ত মোহ থাকে। বাচ্চারা তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, এ হলো দুঃখ ধাম। এখন সুখধাম স্থাপন করতে বাবা এসেছেন। নানান রকম উপায় বার করতে হবে, যে বাবাকে কিভাবে স্মরণ করব ? তাঁকে তো এই চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না। এই আত্মা বলে যে, আমাদের বাবা হলেন শিববাবা। শিবের চিত্র দেখলে মনে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হয়।

বাচ্চারা, তোমাদের অব্যভিচারী যোগ হওয়া প্রয়োজন। শিবের চিত্র রেখে তাঁকে প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করতে থাকো। ব্রহ্মাবাবা তাঁর নিজের উদাহরণ বলেছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের ছবির প্রতি তাঁর কত শ্রদ্ধা ভালোবাসা ছিল! তারপর একদিন তাঁর মনে হল যে - লক্ষ্মী দাসী হয়ে নারায়ণের পা টিপে দিচ্ছে। এটা তো ঠিক কথা নয়। তখন তিনি চিত্রকারকে বললেন যে, এই চিত্রে লক্ষ্মীকে এ কাজ থেকে মুক্ত কর। তাছাড়া নারায়নের চিত্র তাঁর পকেটে সব সময় থাকতো। একটা ছবি থাকতো তাঁর পকেটে আর একটা ছবি থাকতো তাঁর ক্যাশ বাক্সে। ক্ষণে ক্ষণে তিনি সেই চিত্র দেখতেন, যখনই দেখতেন একেবারে আনন্দে মগন হয়ে যেতেন, কিন্তু গুপ্তভাবে দেখতেন, যাতে কেউ তা দেখতে না পায়, না হলে লোকে বলবে - যে কি করছে? প্রথমে তাঁর শ্রদ্ধা ভালোবাসা ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, তারপর তা হল বিষ্ণুর প্রতি। যেমনভাবে ভক্তি মার্গে নবধা ভক্তির কথা থাকে রয়েছে, ঠিক তেমনভাবে বাবার স্মরণও নবধা হওয়া প্রয়োজন, এতে অনেক উচ্চ প্রাপ্তি হয়। ভক্তি মার্গে, আর কিছু না হোক অল্পকালের অল্প সুখপ্রাপ্ত হয়। তাঁর পরবর্তী জন্মে আবার সেই মেহনত করতে হয়। ভক্তিতে, ব্যবসা পত্র ইত্যাদিতে মেহনত করতে হয়। রোজগার করলে তবে খেতে পাবে। বাবা এখন তোমাদেরকে এই একমাত্র জন্মে এত মেহনত করিয়ে নেন, যাতে ২১ জন্ম ধরে তার প্রাপ্তি পেতে থাকবে। তখন আর কোন মেহনত করা দরকার পড়বে না, ২১ জন্ম ধরে সদা সুখী হয়ে থাকবে। সুতরাং এমন বাবা যিনি তোমাদেরকে পুরুষার্থ করা শিখিয়ে দেন, তাঁকে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত। বলা হয় - প্রত্যেক শ্বাসে প্রশ্বাসে তাকে স্মরণ করো। লৌকিক গুরুরা নিজেদের শিষ্যদেরকে বলেন যে - মালা জপ কর, রাম রাম বলতে থাকো, ব্যাস। রাম-রাম জপ করতে করতে তাদের মনে শিহরণ জাগে, রাম-রাম নামের ধ্বনিতে মগ্ন হয়ে তারা দুলতে থাকে, যেন রামের পুরীতে পৌঁছে গেছে। তোমাদেরকে বাবা বলেন শুধু এক শিববাবার স্মরণের অজপাজপ করতে থাকো আর কিছু যেন মনে না পড়ে। কিন্তু মায়া এসে সামনে দাঁড়িয়ে যায়। ভক্তি মার্গে মায়া বাধার সৃষ্টি করে না। এ হলো ঈশ্বরের সন্তানদের সাথে মায়ার যুদ্ধ। নাটকও বানানো হয় যে -

ভগবান এমন বলেন, মায়া এমন করে। এখন হল সঙ্গম যুগ। মায়ার উল্টোপাল্টা সংকল্প বিকল্প তো আসতেই থাকবে। প্রকৃতিতে এমন প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হয় যে, মানুষকেও উড়িয়ে দূরে ফেলে দেয়। এ হল মায়ারূপী রাবণের তুফান। তার থেকে বাঁচার উপায় বাবা বলতে থাকেন। তোমরা বলবে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন।

তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদেরকে এই সন্ন্যাস ধারণ করিয়েছে কে? গুরু কে? বলো - পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের গুরু। এরকম আর কাউকেই পাবে না যাদেরকে স্বয়ং ভগবান এসে সন্ন্যাস ধারণ করায়। লৌকিকে মানুষ মানুষকে সন্ন্যাস দেয়। এখানে বাবা এসে বলেন যে - দেহের সাথে যে সকল সম্বন্ধ আছে তা সব ত্যাগ কর, এই পুরাতন দুনিয়ার ত্যাগ করে নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো - জাগতিক সন্ন্যাসীরা এমনটা কখনোই বলে না। প্র্যাকটিক্যালি এখন পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হবে, সেই কারণেই বুদ্ধি থেকে সকলের প্রতি মোহ ত্যাগ করে, এক বাবার প্রতি বুদ্ধি যোগ যুক্ত করো। তোমরা তো বাগদান করো। দেহধারীকে স্মরণ করলে এই বাগদান অপূর্ণ রয়ে যাবে। সর্ব ধর্মানী... আমি অমুক, আমি তমুক... । এসব ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা বলে অনুভব কর। তোমরা এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্বন্ধে জেনে গেছো। এখন আনন্দ সহকারে ঘরে ফিরে যাচ্ছ। তাই খুশিতে হাততালি দাও। তোমরা আত্মারা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করবে। নিজেকে দেহী মনে কর। তোমরা আত্মারা প্রথমে প্রথমে গৌরবর্ণ ছিলে, তারপর ৮৪ টি জন্ম ধারণ করেছো। এখন ফিরে গিয়ে আবার স্বর্গে এসে রাজত্ব করবে। এই স্বদর্শন চক্র ঘোরানো কত সহজ। শিবের চিত্র তো পকেটে থাকবে। বাবা তুমি এসেছ, তুমি কত মধুর, তুমি আমাদের বাবা, তাই না - এমনিভাবে বাবার সাথে কথা বলতে হবে। ভক্তি মার্গে তো শ্রীকৃষ্ণের সাথে এমন ভাবেই কথা বলতে, তাই না। শিবের ফার্স্ট ক্লাস লকেট বানাবে সোনা রুপা দিয়ে। গরিবদেরকে দেবে সোনার লকেট আর ধনীদেরকে দেবে রুপোর লকেট। এই মাতাগন অত্যন্ত মধুর স্বভাবের। সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যেও খুব ভালো ভাব থাকে। সাধারণ বাচ্চাদেরকে দেখে বাবাও খুশি হন। শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাম্য কিশোর বলে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ কখনোই গ্রাম্য কিশোর হতে পারেন না। তিনি তো স্বর্গের মালিক। এঁর (ব্রহ্মা বাবার) এবং শ্রীকৃষ্ণের কথা মিক্স করে দিয়েছে। গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা এনার রয়েছে। সুতরাং শিব বাবা অথবা শ্রীকৃষ্ণ কখনোই গ্রাম্য কিশোর হতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, ইনি (দাদা) শৈশবে গ্রামে ছিলেন। তাঁর লালন পালন হয়েছিল গ্রামে। তারপর সেই সাধারণ দেহে এসে স্বয়ং বাবা প্রবেশ করেছেন । বাবা প্রধান যে কথাটা বুঝিয়েছেন তা হল যে, সমগ্র খেলাটাই নির্ভর করছে স্মরণ করার উপর। তাঁর স্মৃতি কখনোই ভোলা উচিত নয় । লৌকিক বাচ্চারা কখনো কি বলতে পারে যে - আমি আমার বাবাকে ভুলে গেছি। সজনী কি কখনো সাজন কে ভুলে যেতে পারে? ইম্পসিবল (অসম্ভব) । বাচ্চারা, তোমাদেরকেই এই মেহনত করতে হবে। নিরন্তর স্মরণ করার অভ্যাসের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হতে পারবে, আর তা না যদি না করতে পারো, তাহলে সাজা ভোগ করতে হবে। তখন বিজয়মালায় স্থান পাবে না। এতো বাবার কামাল যে, বৃদ্ধা, দরিদ্র, গণিকা, অহল্যা, কুব্জা ইত্যাদি সকলকে তিনি আপন করে নেন। এমনিতে তো কোন চিত্রেরই প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু যেহেতু মায়া ভুলিয়ে দেয়, তাই চিত্র রাখা হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে একথা থাকা দরকার যে - আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। এখন মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ তোমরা দেখতে পেয়েছ। এই পথের জন্য আর কোন পান্ডা নেই। একে ইন্দ্রপ্রস্থও বলা হয়ে থাকে, কোন পতিত লুকিয়ে এসে যদি এখানে বসে যায়, তাহলে সে প্রস্তরবুদ্ধিতে পরিণত হয়ে যাবে। বাবা তো অন্তর্যামী, তাই না! এই বাবা (ব্রহ্মা) বহির্যামী (বাহ্যিক জ্ঞান সম্পন্ন) । ওই বাবা (শিব বাবা) ঝট করে জানতে পেরে যান যে - কোন্ পতিত লুকিয়ে এসে বসে আছে। সুতরাং যিনি নিয়ে এসেছেন এবং যে পতিত এসেছে সেই উভয় ব্যক্তিকেই সাজা পেতে হবে। সেই জন্যই কখনো পতিত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা উচিত নয়। এ বড়ই কড়া নিয়ম। কোন অযোগ্য পতিত ব্যক্তিকে এখানে বসানো উচিত নয়। না হলে অনেক বড় কঠিন সাজা ভোগ করতে হয়। এখানে কোন চুরি চামারি ঠকানো চলে না। পাপ এবং পুণ্যের হিসাব-নিকাশ ধর্মরাজের কাছেই তো থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) সব কিছুর স্মৃতিকে গুটিয়ে নিয়ে, সকলের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে, এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে। শিব বাবার একটি ছোট কুঠুরি বানিয়ে তাঁর অব্যভিচারী স্মরণে বসতে হবে।

২ ) নিজের সাথে নিজে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হবে। প্রথমে আমরা কতো সুন্দর (ফর্সা) ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্ম নেবার পর, এখন আনন্দের সাথে আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে - এইভাবে নিজের সাথে কথা বলে স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে।

*বরদানঃ-* স্বচিন্তন আর স্বদর্শনের দ্বারা হীরের সমান অমূল্য জীবনের অনুভব কারী দাগ বিহীন ভব

হীরের সমান অমূল্য জীবনের অনুভব করার জন্য সদা স্বচিন্তন করো আর স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে ওঠো। কারণ হীরেকে দাগি করে তোলে শুধুমাত্র দুটি বিষয় - প্রথমতঃ পরদর্শন, দ্বিতীয়তঃ পরচিন্তন। এই দুটো বিষয়ের সঙ্গের রঙ, স্বচ্ছ হিরেকেও দাগী করে তোলে, সেই জন্য এর মূল বীজকেই সমাপ্ত করে স্বচিন্তন করো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো। তাহলে ধূলো আর দাগ লাগতে পারবে না। সদা দাগ বিহীন স্বচ্ছ প্রকৃত হীরা, ঝলমলে উজ্জ্বল অমূল্য হীরা হয়ে যাবে।

*স্লোগানঃ-* বিচিত্র বাবার চিত্র এবং চরিত্রকে স্মরণকারীই হলো চরিত্রবান।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;